গঠন কৌশল

নাটকের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হয় তার গঠন-কৌশলে—শিল্প নৈপুণ্যে। আখ্যান সুষম ও সুগঠিত বৃত্ত রচনা করতে না পারলে ঘটনার আবর্ত এবং বিভিন্ন চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও পরিণাম স্পষ্টতর রূপলাভ করতে পারে না। কিন্তু আধুনিক নাট্যকার বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের গঠন রীতি অভিনব। অ্যারিস্টটল কথিত পূর্ণাঙ্গ নাটকের পঞ্চসন্ধির কণামাত্র চিহ্ন নেই এখানে। প্রাচ্য আলংকারিকেরা আদর্শ পূর্ণাঙ্গ নাটকের গঠন কৌশল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে পঞ্চসন্ধি —মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি বা নির্বহণ-এর কথা বলেছেন, তাও এ নাটকে নেই। অর্থাৎ সচরাচর নাটকে একটি কাহিনী যেভাবে সূচনা (beginning), বিকাশ (rising action), চূড়ান্ত পরিণতি (climax), পরিণামের পথে অবনমন (falling action) এবং সমাপ্তি বা উপসংহার বা বিপর্যয় (end or Catastrophe)—পর্ব বা পর্ব-পরম্পরায় পূর্ণতা পায়, তাতে একটি কাহিনীরই সূচনা থেকে শেষ পরিণতি পর্যন্ত দেখানো হয়। যেমন—'ম্যাকবেথ', 'দি মার্চেন্ট অব ভেনিস', 'নীলদর্পণ', 'বলিদান', 'বিসর্জন' প্রভৃতি। আমাদের আলোচ্য নাট্যকার বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' (১৮৬৫) নাটকে সেরকম সুমণ্ডলায়িত প্লট বা কাহিনীবৃত্ত নেই।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে বাদল সরকারের এক অভিনব নাট্যোপহার 'এবং ইন্দ্রজিৎ' (১৯৬৫)। চিরাচরিত প্রথাগত নাটক এ নয়; একই চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় আবর্তন ও বিবর্তনে এক নতুন স্বাদ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। এখানে কোনো ধারাবাহিক কাহিনীবৃত্ত নেই; বিভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপনে পরিশেষে একটি কাহিনীর আভাস মেলে। মধ্যবিত্ত জীবনধারাকে অবলম্বন করে এ নাটকের কাহিনীবৃত্ত আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে। এ নাটকের কাহিনীর প্লট কলকাতা। কলকাতা শহরের প্রথাগত শহুরে মানসিকতা ও কূপমণ্ডুকতা এবং গতানুগতিক জীবনযাত্রা প্রদর্শিত হয়েছে এ নাটকে এক অভিনব কৌশলে। অ্যাবসার্ড নাটকের শিল্পরীতিতে গতি ও পরিণাম সম্পর্কে অনাস্থা আছে বলেই নাট্যঘটনার গতিরও কোনো সুনির্দিষ্ট পরিণতি লক্ষ্য করা যায় না। অ্যাবসার্ড নাটকের রীতি অনুসরণে এ নাটকে স্থান ও কালের কোনো সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি। অমল-বিমল-কমল-ইন্দ্রজিৎ-মাসীমা-মানসী প্রমুখ একই পরিবেশের অবিচ্ছিন্ন ঘটনাধারার মধ্যে বিভিন্ন স্থান-কাল-বয়স ও ব্যক্তির স্বরূপ প্রকাশ করেছে। চরিত্রগুলি কয়েকটি নাম মাত্র। তারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে নানা ব্যক্তিত্বকেও মূর্ত করে তুলেছে। আমাদের বদ্ধমূল সংস্কার যে একটি নাম শুধুমাত্র একটি চরিত্রেরই প্রতিনিধিত্ব করে; কিন্তু নাট্যকার দেখিয়েছেন একটি নাম বহু বিচিত্র ব্যক্তিত্বও উদঘাটন করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মানসী শুধু একটি নারীরই নাম নয়; লেখকের প্রেরণাদায়িনী, ইন্দ্রজিতের প্রেমিকা, অমল-বিমল-কমল-ইন্দ্রজিৎ-লেখক প্রমুখ বহু লোকের বহু মানসী তার মধ্যেই মূর্ত হয়েছে। চরিত্রটিকে বহু নারীর প্রতিনিধি রূপে দেখলে আপাত-অসঙ্গতির মধ্যে নাটকটির সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যাবে। একটি ব্যক্তিত্ব একটি বিশেষ মহূর্তের মধ্যে প্রকাশমান, পরবর্তী মুহূর্তে সেই ব্যক্তিত্বের রূপান্তর হয়ে যায়। এটা মনে রাখলে

Scanned with CamScanner

আমরা চরিত্রের অনিচ্ছিন্ন ও অপরিবর্তিত রূপের সন্ধানী হ'ব না। নাটকের কথায়—"এক মুহূর্ত। একটি বর্তমান মুহূর্ত। জীবন।" আলোচ্য নাটকে এক একটি পরিস্থিতি, এক একটি চিত্রই আমাদের সামনে উদ্ভাসিত। সেই পরিস্থিতির কারণও নেই, পরিণামও নেই।

'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের কাহিনী তিনটি অঙ্কে বিন্যস্ত। প্রথম অঙ্কে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণ বয়সের জীবনচিত্র, দ্বিতীয় অঙ্কে তাদের প্রৌঢ় ও পরবর্তী জীবনচর্যা এবং শেষ তৃতীয় অঙ্কে লেখক ও ইন্দ্রজিৎ চরিত্রায়ণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মসমালোচনা ও সত্যপথের সন্ধান প্রকাশিত হয়েছে। স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায়—চিরাচরিত প্রথা বা গতানুগতিক জীবনধারা ভাঙার মানসিকতা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সেই প্রথাবদ্ধতার মধ্যেই আবর্তনে আলোচ্য নাটকের যবনিকা পতন ঘটেছে।

নাটকটি তিনটি মাত্র অঙ্কে বিন্যস্ত। অঙ্কগুলির মধ্যে কোনো দৃশ্য উল্লিখিত নেই বটে; তবে এক একটি অঙ্কের মধ্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপনে কিংবা এক ধরনের ঘটনা চলতে চলতে অন্য ঘটনার অবতারণায় প্রকারান্তরে দৃশ্যান্তর ঘটে। অর্থাৎ নাট্যকারের সুনিপুণ গঠন কৌশলের নৈপুণ্যে এক একটি দৃশ্যের আভাস ফুটে উঠেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই দৃশ্যান্তরের আভাস ফুটে উঠেছে আবহ বাদ্য, আবহ সঙ্গীত, আলোক সম্পাৎ, অন্ধকার ইত্যাদির মাধ্যমে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রথম অঙ্কে লেখক ইন্দ্রজিৎদের নিয়ে নাটক লিখবেন—একথা ঠিক হবার পর "আবহ বাদ্যের প্রচণ্ড ঝঙ্কারে কণ্ঠস্বর চাপা প'ড়ে গেলো।...." এরপর দেখা যায় অমল-বিমল-কমল-ইন্দ্রজিৎ এরা সবাই ছাত্র ও শিক্ষক। আবার একটু পরেই দেখা যায়-এরা সবাই বন্ধু—বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে নানা মন্তব্যের প্রকাশ। আবার লেখক ও ইন্দ্রজিতের কথোপকথন অন্য এক দৃশ্যের ব্যঞ্জনা দেয়। এইভাবে দেখা যায় এ নাটকে দৃশ্যোল্লেখ না থাকলেও দৃশ্যান্তরের আভাস আছে বিভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপনে-উপস্থাপনে।

Well made play কিংবা সুগঠিত নিয়মবদ্ধ নাটকের চেয়ে এই অ্যাবসার্ড বা উদ্ভট নাটক বিষয়বস্তু ও শিল্পরীতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সেজন্য প্রচলিত নাটকের মানদণ্ড দিয়ে এর বিচার করলে চলবে না; এর বিচার পদ্ধতি হবে একেবারে স্বতন্ত্র। মার্টিন এসলিন 'Absurd Drama' নাট্যগ্রন্থের ভূমিকায় বিষয়টি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন—

> "If the critical touchstone of traditional drama did not apply to these plays, this must surely have been due to a difference in objective, the use of different artistic means to the fact, in short, the these plays were both creating and applying a difference."

পাশ্চাত্য অ্যাবসার্ড নাটকের রূপ ও রীতির দিক দিয়ে 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এর শিল্প-কাঠামো সেই গোত্রের। সঙ্গতি, সামঞ্জস্য ও অর্থময়তার বিরুদ্ধে অ্যাবসার্ড জীবনদর্শন বিদ্রোহ করে। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে লেখক-ইন্দ্রজিৎ প্রমুখ চরিত্রায়ণে এই জীবনদর্শনই ব্যক্ত হয়েছে। লেখকের কথায়—"এ যাত্রায় তাই উদ্দেশ্য হারালো আজ, অর্থ কিছু নাই।" অ্যাবসার্ড দর্শনে শূন্যতাই চরম কথা—রিচার্ড এন কো-র ভাষায় 'Nothingness that is man, that was man, that will be man hereafter." ['The meaning of Un-meaning']। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকেও জীবনশূন্যতার কথা অনেক জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে। বিশেষত এ

Scanned with CamScanner

নাটকের "এক-দুই-তিন..." গানটিই সেই শূন্যতার বার্তাবাহক। লেখক বলেছেন—

"এক—দুই—তিন—চার—তিন—দুই—এক। এ এক অঙ্ক। আবর্তনের অঙ্ক। পুরো অঙ্কটার উত্তর শূন্য। তাই পুরো অঙ্কটা কেউ নেয় না। কেটে ছোট করে নেয়। উত্তর হয়—জীবন। এক এক জনের এক এক রকম জীবন।" [প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা-২৭]।

কিংবা—

"নির্বোধ মনে অবুঝ অঙ্কে তবু উত্তর খোঁজা,
তবু সংখ্যার চক্ররাশিতে ভারী করে তোলা বোঝা।
অনেক দিনের হিসাবে শূন্য—সে কথা যায় না মানা,
অল্পদিনের ক্ষুদ্র গণনে তাই তো গণ্ডী টানা।" [ঐ]।

নাট্যারম্ভেই দেখা যায় লেখক এক তাড়া কাগজ নিয়ে নাটক লেখার চেষ্টা করেও পারছেন না—

"মানসী ।। কী লিখলে—শোনাবে না?
লেখক ।। কিছুই লিখিনি।" [প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা—১]।

নাটকের শেষেও দেখা যায় লেখক কিছু লিখতে পারেন নি। মানসী নাটকটা লিখতে আর কতটা বাকি আছে জিজ্ঞাসা করলে লেখক ও মানসীর কথোপকথনে তা প্রমাণিত হয়—

"মানসী ।। কতোটা লেখা বাকি?
লেখক ।। বেশী বাকি নেই। আজকালের মধ্যেই আরম্ভ করবো।"
[তৃতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা—৫৯]।

অ্যাবসার্ড নাটকের রীতি অনুযায়ী এই নাটকে ঘটনার আরম্ভ যেখানে, পরিণতিও সেখানে। লেখক বলেছেন—" এ নাটকের আরম্ভ আর শেষে বিশেষ তফাৎ নেই। নাটকটা বৃত্তাকার।"
[তৃতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা—৫৯]।

'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের গঠনকৌশল অভিনবরীতির। প্রেক্ষাগৃহে দেরী করে আসা চারজন দর্শকের প্রথম তিনজন নিজেদের নাম যথাক্রমে অমল-বিমল-কমল বলার পর চতুর্থজন 'নির্মল' বললে লেখকের তীব্র প্রতিবাদে জানা যায় তার নাম 'ইন্দ্রজিৎ রায়'। ইন্দ্রজিতের কত বয়স জিজ্ঞাসা করায় সে বলে—

"একশো। দু'শো। জানি না কতো। ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটের হিসেবে পঁয়ত্রিশ।" [প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা—৩]।

উল্লেখ্য যে আয়োনেস্কোর 'The killer' নাটকে বেরেঞ্জার ভেবে পায় না তার বয়স কত—"Sixty years old, seventy, eighty, and hundred and twenty, how do I know?"

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গতানুগতিক জীবনযাত্রায় নিজত্ব, মৌলিকত্ব, স্বাতন্ত্র্য, বিবেক প্রভৃতি শেষ হওয়া যে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুরই নামান্তর—তা নাট্যকার অতি সুকৌশলে অ্যাবসার্ডীয় ছোট ছোট সংলাপে ব্যক্ত করেছেন; আলোক প্রক্ষেপণেও নাট্যবিষয় আরও তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে—

"লেখক ।। মৃত্যু?
ইন্দ্রজিৎ ।। এখনো হয়নি।

Scanned with CamScanner

লেখক ।। ঠিক জানেন?

[অল্পক্ষণ চুপ। তারপর অন্ধকারে ইন্দ্রজিতের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।]

ইন্দ্রজিৎ ।। না। ঠিক জানি না।

[ধীরে ধীরে মঞ্চ আলোকিত হলো, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়।...]"

[প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা—৪]।

'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে অমল-বিমল-কমল অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গতানুগতিক জীবনযাত্রার কথা বলা হলেও ইন্দ্রজিৎ বা স্বাতন্ত্র্যের উপরই যে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা মিলিত কণ্ঠস্বরের সংলাপ প্রয়োগের নৈপুণ্যে প্রকাশিত—

মিলিত কণ্ঠস্বর ।। অমল বিমল কমল। এবং ইন্দ্রজিৎ।
অমল বিমল কমল। এবং ইন্দ্রজিৎ।
বিমল কমল। এবং ইন্দ্রজিৎ।
কমল। এবং ইন্দ্রজিৎ।
এবং ইন্দ্রজিৎ।
ইন্দ্রজিৎ।
ইন্দ্রজিৎ।
ইন্দ্রজিৎ।

[প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা—৫]।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ গতানুগতিকতার তালে তাল মিলিয়ে ক্রমাগত ঘুরেই চলেছে—ইন্দ্রজিৎ ও লেখকের সংলাপ প্রয়োগের কৌশলে তা তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে—

"ইন্দ্রজিৎ।। ...একটা বিরাট চাকা কেবল ঘুরছে আর ঘুরছে। আর আমরা তার সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে ঘুরছি আর ঘুরছি—

লেখক।। এক—দুই—তিন। এক—দুই—তিন—দুই—এক—দুই—তিন।" [প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা—১৮]।

সবাই যে গতানুগতিকতার তালে তাল মিলিয়ে অনুকরণ করে চলে তা লেখকের ছড়া-কবিতার সার্থক ব্যবহারে প্রকাশিত—

"কেন তুমি হাঁচবে? কেন তুমি কাশবে?
দাঁত কটি মেলে ধরে কেন মধু হাসবে?
কেন তুমি দেবে তুড়ি, ওরা যদি তোলে হাই?
সব্বাই করে বলে, সব্বাই করে তাই!" [দ্বিতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা—৩৯]।

নাটকটির মূল থীম যে লক্ষ্যহীনভাবে নিরন্তর চলা—তা রেল লাইনের রূপকের সার্থক ব্যবহারে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে—

ইন্দ্রজিৎ ।। আমার কথা? আমি—আমি একটা রেল লাইন ধরে হাঁটছি। সিধে একটা রেল লাইন। পেছনে তাকিয়ে দেখছি— দু'টো লোহার লাইন অনেক দূরে গিয়ে একটা বিন্দুতে মিলে গেছে। সামনে তাকিয়ে দেখছি—সেই দুটো লাইন অনেক দূরে গিয়ে একটা বিন্দুতে মিশে গেছে। যতোই হাঁটছি, বিন্দুটা সরে সরে যাচ্ছে। পেছনেও যা, সামনেও তাই। গতকালও যা, আগামীকালও তাই।" [তৃতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা—৬১-৬২]।

Scanned with CamScanner

তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায় যে, ইন্দ্রজিৎ বলে—"তবু নিষ্কৃতি নেই?" মানসী বলে—"পথ যখন আছে, চলতেই হবে।" ইন্দ্রজিৎ "কেন চলতে হবে" জিজ্ঞাসা করায় মানসী বলে — "আর সবাই কিসের জন্য চলে?" [তৃতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা—৬২-৬৩]। ঠিক সেই মুহূর্তেই অমল-বিমল-কমলদের বিভিন্ন কাজের স্বার্থে চলমানতা ইন্দ্রজিৎদেরও চলতে হবে— সেই কথা প্রকাশ করে নাটকের গঠন কৌশলকে তাৎপর্যময় করে তুলেছে।

লেখক ইন্দ্রজিৎকে নিয়ে গতানুগতিক জীবনবৃত্তের বাইরে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত জীবন-মানসিকতা দেখাতে চেয়েও পারেন নি, ইন্দ্রজিৎ-ও শেষ পর্যন্ত অমল-বিমল-কমলদের মতোই নির্মল হয়ে পড়েছে—তা সুন্দরভাবে উন্মোচিত হয়েছে সংলাপ-প্রয়োগের নৈপুণ্যে—

"ইন্দ্রজিৎ ।। না না, মানসী। ইন্দ্রজিৎ বোলো না। আমি ইন্দ্রজিৎ নই। আমি নির্মল।..." [তৃতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা—৬৬]।

সিসিফাসের মতোই অভিশপ্ত জীবন-পরিণতি, জীবনের গতিধারা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যহীন হলেও যে চলতে হবে তা প্রকাশিত হয়েছে ইন্দ্রজিতের প্রতি লেখকের উক্তিতে—

"আমরাও অভিশপ্ত সিসিফাসের প্রেতাত্মা। আমরাও জানি ও পাথর প'ড়ে যাবে। যখন ঠেলে ঠেলে তুলছি তখনই জানি এ ঠেলার কোনো মানে নেই। পাহাড়ের চূড়োর কোনো মানে নেই।"

[তৃতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা—৬৭]।

'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে অমল লেখককে Plot সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে লেখক বলে 'প্লট নেই'। সত্যিই এ নাটকে তথাকথিত অর্থে কোনো প্লট নেই। এ নাটকে আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত অখণ্ড জীবনের নাট্যোপযোগী ঘটনা মধ্যবিত্ত জীবনে নেই বলে বাদল সরকার মনে করেছেন। তাই বার বার নাট্যকার লেখক চরিত্রের সংলাপে জানিয়েছেন—

"এদের জীবনে নাটক হয়তো আছে। ছোট ছোট নাটক। অনেক নাটক। সে নাটক রচনা করবে শক্তিশালী কোনো নাট্যকার আগামী কোন যুগে।" [প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা—৪]।

তবে টুকরো টুকরো ঘটনায় এক একটি দৃশ্য রচিত হয়ে অঙ্কগুলির পূর্ণতা দান করেছে; আবার মাঝে মাঝে লেখক চরিত্রের বিবৃতিতে সেই সমস্ত দৃশ্যগুলি সুগ্রন্থিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনচিত্র চিত্রিত হয়েছে। গতানুগতিক জীবন এবং সেই গতানুগতিকতা থেকে পুরোপরি বিচ্ছিন্ন হয়ে আসতে না পারলেও বেরিয়ে আসার বাসনা বা প্রচেষ্টা অন্ততঃপক্ষে গতানুগতিকতা-বিবর্জিত ভাবে ভাবায়িত হয়ে অভিশপ্ত সিসিফাসের মতো জীবনের দুর্বহ ভার বহন করে নিয়ে বেঁচে থাকা ও জীবনের পথ চলা প্রকাশিত হয়েছে এ নাটকের সুনিপুণ গঠন-কৌশলের গুণে।

Scanned with CamScanner